ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০৪০

আগরতলা,২৩ সেপ্টেম্বর,২০২৬

নির্বাচন কমিশনের সমস্ত কার্যক্রম আইন এবং কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে : নির্বাচন কমিশন

ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যা সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ, প্রযোজ্য বিধিবদ্ধ বিধান এবং প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি অনুযায়ী কঠোরভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। কমিশন একটি বহু-সদস্যবিশিষ্ট সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। লিখিত নোট, পর্যবেক্ষণ, কারিগরি পরামর্শ এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বা পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা- এসবই সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, আইনানুগতা এবং কার্যক্রমের কঠোরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুসৃত নিয়মিত ও চলমান প্রক্রিয়ার অংশ। কমিশনের সমস্ত কার্যক্রম আইন এবং কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক জারি করা সমস্ত সরকারি আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক নির্দেশের পূর্ণ আইনি বৈধতা রয়েছে এবং সেগুলি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, চাকরির শর্তাবলি ও কার্যকালের মেয়াদ) আইন, ২০২৩-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করে জারি করা হয়।

খসড়া প্রস্তুতির পর্যায়ে কমিশনের সদস্যদের উত্থাপিত যেকোনও কার্যক্রম-সংক্রান্ত প্রশ্ন বা মতামত ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে অনুসৃত নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অংশ। কমিশনারদের দেওয়া পরামর্শগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করার উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হয়েছিল।

যেকোনও প্রতিষ্ঠানে আলোচনা ও পর্যালোচনার সময় ভিন্নমত ও পর্যবেক্ষণ একটি স্বাভাবিক বিষয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ারই অংশ। শুধু তিনজন কমিশনারই নন, কমিশনের প্রত্যেক আধিকারিকই নির্বাচনী ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কমিশনের কাছে তাঁর পরামর্শ দেওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখেন।

১০ মাসের সময়কাল জুড়ে থাকা কিছু নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ নোট বা পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরে, একই সময়ে কমিশনের বিপুল সংখ্যক অনুমোদন, সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা ও উদ্যোগকে উপেক্ষা করলে সম্পূর্ণ চিত্রটি প্রতিফলিত হয় না। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে কমিশন বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করেছে, প্রায় ৪০টি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং নির্বাচনী তালিকার সংশোধন, যার মধ্যে SIR-ও অন্তর্ভুক্ত, দেশজুড়ে পরিচালনা-সহ একাধিক নির্বাচনী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত এক বছরে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশন সম্প্রতি বিহার, কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সফলভাবে পরিচালনা করেছে এবং এই সময়কালে বিভিন্ন নির্বাচন-সংক্রান্ত কার্যক্রমও সম্পন্ন করেছে। এই কাজের সঙ্গে বিস্তৃত প্রশাসনিক ও কার্যক্রম-সংক্রান্ত পরিকাঠামো এবং কমিশনের একাধিক অনুমোদন ও নির্দেশনা জড়িত ছিল।

ECINet-এর মতো কমিশনের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি অননুমোদিত হস্তক্ষেপ, কারচুপি ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য কঠোর তথ্য-নিরাপত্তা প্রোটোকলের অধীনে পরিচালিত হয়। IT নিরাপত্তা পরীক্ষা এবং অডিট নিয়ন্ত্রণ জাতীয় পর্যায়ের ডেটাবেসগুলিতে প্রয়োগ করা নিয়মিত সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ। নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (EROs) এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিক (DEOs)-সহ বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষগুলি আইনের অধীনে ভোটার নিবন্ধন এবং নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে, সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****